দৈনিক [illegible]

তারিখ 22 DEC 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

নারী শিক্ষার হার বাড়ছে না ।। কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন

।। মির্জা তারেকুল কাদের ।।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হলেও নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য কোন কার্যকর উদ্যোগ আজো গৃহীত হয়নি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবশ্য নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে নারী-পুরুষের শিক্ষার হারে যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে, তা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে না। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মহিলাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দিন দিন অসম্ভব হয়ে পড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ দেশের, নারী-পুরুষের শিক্ষার হারে বিদ্যামান বিরাট ব্যবধান এবং নারী শিক্ষার দ্রুত বিস্তৃতির পথে যেসব অন্তরায় রয়েছে সেগুলো দূর করা না হলে আগামী কয়েক দশকেও শিক্ষার হার সমান হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

সম্প্রতি ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় 'উইম্যান ফর উইম্যান' পরিচালিত এক গবেষণায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মেয়েদের পশ্চাদপদতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন আদম শুমারীতে উল্লেখিত পরিসংখ্যান মোতাবেক শিক্ষায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কতটুকু পিছিয়ে রয়েছে এবং চলতি শতাব্দীর শেষ নাগাদ নারী শিক্ষার অগ্রগতি কতটুকু হবে, সে সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় এই গবেষণায়। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশ হিসেবে মহিলাদের সংখ্যা ৪ কোটি ২২ লাখ ২ হাজার ৫১ জন। এই বিপুল জনসংখ্যার অধিকাংশই অশিক্ষিত। শিক্ষা ও সভ্যতার আলো ওদের কাছে আজো পৌঁছেনি। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান মোতাবেক, ১৯৫১ সালে শিক্ষিত পুরুষ এবং শিক্ষিত মলিহার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৫ লাখ ৯৫ হাজার ও ২২ লাখ ৬০ হাজার। এই সময় শতকরা ৬৬·৭ ভাগ পুরুষ নিরক্ষর ছিল। অপরদিকে নিরক্ষর মহিলাদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮৭·২ ভাগ। ১৯৭৪ সালের আদম শুমারীতে দেখা যায়, মোট জনসংখ্যার ৯৩ লাখ ৮৭ হাজার জন পুরুষ এবং ৪৪ লাখ ৬৩ হাজার জন মহিলা শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিলেন। এই সময় নিরক্ষর পুরুষ ছিলেন শতকরা ৭০·১ ভাগ এবং মহিলা শতকরা ৮৬·৩ ভাগ। অর্থাৎ মেয়েদের শিক্ষার হার এই সময় কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পায়। ১৯৮১ সালে ১ কোটি ৯ লাখ ৭৯ হাজার জন পুরুষ এবং ৫৩ লাখ ৬৩ হাজার জন মহিলা শিক্ষিত ছিলেন বলে জানা যায়। দেশে ঐ সময় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭০·৯ ভাগ পুরুষ এবং শতকরা ৮৪·৬ ভাগ মহিলা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এই পরিসংখ্যানগুলো বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝা যায় যে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও মেয়েদের শিক্ষার হার আশানুরূপ হারে বৃদ্ধি পায়নি। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত নারী শিক্ষার মাত্র ২% উন্নতি সম্ভব হয়েছে। গবেষণায় কেবল অতীতের শিক্ষা হারের সামগ্রিক চিত্রই তুলে ধরা হয়নি, আগামী দিনের পরিসংখ্যানও দেখানো হয়েছে। পরিসংখ্যান মোতাবেক ১৯৯১ সালে শিক্ষিত পুরুষ ও নারীর সংখ্যা হবে যথাক্রমে ১ কোটি ৩৯ লাখ ১৬ হাজার এবং ৮৪ লাখ ৯০ হাজার। এই সময় নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে পুরুষ শতকরা ৭১·৩ ভাগ এবং নারী শতকরা ৮১ ভাগ। এতে করে নারী শিক্ষার কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায় সত্য, তবে সমান হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তথ্য বিশ্লেষণকালে দেখা গেছে, যেসব মহিলা শিক্ষার সুযোগ লাভ করে তাদের মধ্যে মাত্র ৩ থেকে ৫ শতাংশ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নের সুযোগ পায়। অপরদিকে প্রতি হাজারে মাত্র ৫ জন ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লেখাপড়া করে। ১৯৬১ সালে কলেজে পড়ছে এমন মেয়ের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৭শ' ১৭ জন। আর ছেলের সংখ্যা ছিল ৫৫ হাজার ৭ জন। শিক্ষার এই বিরাট বৈষম্যের পাশাপাশি গ্রাম ও শহরের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায়, শহরের তুলনায় গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার হার অনেক কম। এর প্রধান কারণ হলো, শহরের মেয়েরা শিক্ষার ব্যাপারে অনেক বেশী সচেতন, তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো এবং শহরে মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গ্রামের তুলনায় অনেক বেশী। ধরা যাক মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যাই। ১৯৪৭ সালে এ দেশে বালকদের জন্য ৩ হাজার ২শ' ৮টি বিদ্যালয় থাকলেও মেয়েদের জন্য ছিল মাত্র ২শ' ৭৩টি। ১৯৭৪ সালে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭ হাজার ৩শ' ৯৬ এবং ১ হাজার ১শ' ৬টিতে। ১৯৭৫ সালের হিসেবে মাধ্যমিক স্তরের ৬শ' ৭৪ জন বালকের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল। এই সময় ৪ হাজার ২শ' ৭১ জন বালিকার জন্য ছিল মাত্র ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বর্ণিত পরিসংখ্যানগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিগত বছরগুলোতে মেয়েদের শিক্ষার হার যেমন খুব একটা বাড়েনি তেমনি বাড়েনি মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মেয়েদের শিক্ষার হার আশানুরূপ হারে বাড়ছে না কেন? কেন তারা বঞ্চিত হচ্ছেন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে? সরকারীভাবে মেয়েদের জন্য অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন না করা এর অন্যতম কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। ফাউণ্ডেশন ফর রিসার্চ অন এডুকেশনাল প্লানিং এণ্ড ডেভেলপমেন্ট-এর গবেষণা নিবন্ধ থেকে জানা যায়, শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের পিছিয়ে থাকার পেছনে রয়েছে বেশ কয়েকটি আর্থ-সামাজিক কারণ। আমাদের সমাজে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার এখনো পরিপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেনি। অনেক বাবা-মা মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করতে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। সে জন্য দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বেশীর ভাগ মেয়েই ব্যস্ত থাকে নিজেদের ঘর সংসারের কাজে। গবেষণা নিবন্ধে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের এই দিকটার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বেশীর ভাগ দেখা গেছে, সম্পূর্ণ বা ধনী পরিবারগুলো তাদের মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠালেও দরিদ্র পরিবারগুলোর পক্ষে তা সম্ভব হয় না। আবার অনেকের লেখাপড়া প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত গিয়ে থেমে পড়ে। কারণ পারিবারিক অসম্পূর্ণতা মাধ্যমিক স্তর পেরিয়ে যারা উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়ন করেন, তারা হয় আর্থিকভাবে খুব সচ্ছল আর না হয় উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। দ্বিতীয়তঃ বাড়ী থেকে মেয়েদের স্কুলের দূরত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশী। এর অর্থ হচ্ছে মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা অত্যন্ত কম থাকায় লেখাপড়ায় অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। আবার অর্থাভাবে দূরবর্তী স্কুলে মেয়েদেরকে পাঠানোও অনেক পরিবারের পক্ষে সম্ভব হয় না। তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের মত মেয়েদেরকে ঘরোয়া কাজে বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়। ঘরের কাজ সেরে পড়ালেখার সময় তাদের আর থা[illegible] তঃ অনেক [illegible] ভ করলে [illegible] য় প্রকাশ [illegible] য়দেরকে [illegible] সেজন্য [illegible] বিয়ে [illegible] আরো [illegible]